ইত্যাশঙ্ক্য তেঽপি তদারাধনার্থত্বাত্তৎপরা এবেত্যুক্তম্। যোগাযোগশাস্ত্রাণি তেষামপ্যাসনপ্রাণায়ামাদি ক্রিয়া পরত্বামাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাত্তৎপরত্বমুক্তম্। জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রম্। ননু তজ্‌জ্ঞানপরমেবেত্যাশঙ্ক্যজ্ঞানস্যাপি তৎপরত্বমুক্তম্। তপোঽত্র জ্ঞানম্। ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রং দানব্রতাদিবিষয়ং। ননুতং স্বর্গাদিপরমিত্যাশঙ্ক্য গম্যতে—ইতিগতিঃ স্বর্গাদিফলং, সাপি তদানন্দাংশরূপত্বাত্তৎপরৈবেত্যুক্তম্। যদ্বা বেদা ইত্যনেনৈব তন্মূলত্বাৎ সর্ব্বাণি অপি বাসুদেবপরাণীত্যুক্তম্। ননু তেষাং মখযোগক্রিয়াদিনানার্থপরত্বান্ন তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদীনামপি তৎপরত্বমুক্তমিতি-দ্রষ্টব্যমিত্যেষা। অত্র যোগাদীনাং কথঞ্চিদ্ভক্তিসচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্। তদেবং দ্বাবিংশত্যা—তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বোক্তম্ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়মেব স্থাপয়তি—স এবেদং সসর্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া। সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যা-গুণোবিভুরিত্যাদি ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকার ব্যাখ্যা "বাসুদেবপরা বেদাঃ"—সকলবেদের তাৎপর্য্যগোচর শ্রীবাসুদেব অর্থাৎ নিখিল বেদ কোথাও গৌণীবৃত্তিতে কোথাও বা মুখ্যাবৃত্তিতে কোথাও বা অন্বয়মুখে কোথাও ব্যতিরেক মুখে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

গৌণমুখ্য বৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা সেই কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

(শ্রীচৈঃ সনাতনশিক্ষা)

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহং

(গীতা)

এই ব্যাখ্যায় কেহ আশঙ্কা করতে পারেন যে, নিখিল বেদ মখ—অর্থাৎ যজ্ঞ প্রতিপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত, তুমি বাসুদেবপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ কেন ? ইঁহারই উত্তরে বলিতেছেন—"বাসুদেবপরা মখা" সেই সমস্ত যজ্ঞও বাসুদেবের আরাধনার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেহেতু "সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরোহরিঃ" অতএব সেই যজ্ঞ সমস্তও বাসুদেব-পরই। "বাসুদেবপরো যোগঃ' যোগশাস্ত্র সকলও বাসুদেবপর, "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই পাতঞ্জল সুত্রের ঈশ্বর—শ্রীবাসুদেবের প্রণিধানেই তাৎপর্য্য দেখা যায়। এইরূপ ব্যাখ্যায় কেহ মনে করিতে পারেন যে, সেই সকল যোগশাস্ত্রেরও আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি ক্রিয়াতেই তাৎপর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলে, যোগশাস্ত্রের বাসুদেবপরত্ব কিরূপে হইতে পারে ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ" সেই আসন প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া